بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৪ নভেম্বর, ২০২৩ মোতাবেক ২৪ নবুয়্যত, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর রচনাসমগ্র এবং অমৃতবাণীর অগণিত স্থানে স্বীয় আগমনের উদ্দেশ্য এবং এই যুগে কোনো সংস্কারকের আগমনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেছেন। (আর) এটি প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর আগমন একান্ত সময়ের প্রয়োজন বা চাহিদা অনুসারে ছিল। আর আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত বা রীতি এবং মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ছিল। অতএব তিনি (আ.) বলেন,

দলিল পূর্ণ করার লক্ষ্যে আমি একথা প্রকাশ করতে চাই যে, খোদা তা'লা এ যুগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন পেয়ে, আর বিশ্বকে উদাসীনতা, কুফর এবং শিরকে নিমজ্জিত দেখে, অধিকন্তু ঈমান ও সততা এবং তাকওয়া আর সাধুতাকে হারিয়ে যেতে দেখে আমাকে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি পুনরায় পৃথিবীতে সেই জ্ঞানগত ও ব্যবহারিক এবং নৈতিক আর ঈমানের সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যেন ইসলামকে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন যারা দর্শন ও প্রকৃতিবাদ এবং (অবৈধকে) বৈধ করে নেয়া আর শির্ক এবং নাস্তিকতার পোশাকে এই ঐশী বাগানের কোনো ক্ষতি করতে চায়। অতএব, হে সত্যের সন্ধানীরা! প্রণিধান করে দেখো! এটিই কি সেই সময় নয় যাতে ইসলামের জন্য ঐশী সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। এখনও কি তোমাদের কাছে এটি প্রমাণিত হয়নি যে, বিগত শতাব্দীতে, যেটি ত্রয়োদশ শতাব্দী ছিল, ইসলামের ওপর কোন্ কোন্ বিপত্তি এসেছে আর ভ্রষ্টতা ছেয়ে যাওয়ার কারণে কোন্ কোন্ অসহনীয় আঘাত আমাদের সইতে হয়েছে। তোমরা কি এখনও অবগত হওনি যে, কোন্ কোন্ বিপদ ইসলামকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। তোমরা কি এখনও এই সংবাদ পাওনি যে, কত পরিমাণ মানুষ ইসলাম ছেড়ে গেছে, কত (মানুষ) খ্রিষ্টধর্মে যোগ দিয়েছে, কত (মানুষ) নাস্তিক ও প্রকৃতিবাদী হয়ে গেছে, আর অংশীবাদিতা ও বিদআত কত ব্যাপক পরিসরে তৌহীদ ও সুন্নতের জায়গা দখল করে নিয়েছে আর ইসলামকে প্রত্যাখ্যানের লক্ষ্যে কত বইপুস্তক রচনা এবং পৃথিবীতে প্রকাশ করা হয়েছে। অতএব এখন তোমরা চিন্তা করে বলো, এটি কি আবশ্যক ছিল না যে, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এই শতাব্দীতে এমন কোনো ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হতো যিনি বহিঃআক্রমণের মোকাবিলা করতেন? যদি প্রয়োজন থেকে থাকে তাহলে তোমরা জেনেশুনে (এই) ঐশী নিয়ামতকে অস্বীকার কোরো না এবং সেই ব্যক্তির প্রতি বিদ্রোহী হয়ে যেও না– যাঁর আগমন এই শতাব্দীতে, এই শতাব্দীর অবস্থার নিরিখে আবশ্যক ছিল আর শুরু থেকেই মহানবী (সা.) যার সংবাদ দিয়েছিলেন।

এরপর তিনি (আ.) কোনো আগমনকারীর সত্যতা যাচাইয়ের মানদণ্ডের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

কোনো ব্যক্তিকে সত্য বলে গ্রহণের জন্য এটি আবশ্যক নয় যে, কোনো ঐশী গ্রন্থে তাঁর সুস্পষ্ট সংবাদও থাকতে হবে। এই শর্ত অপরিহার্য হলে কোনো নবীর নবুয়্যতই প্রমাণিত হবে না। আসল কথা হলো, কোনো ব্যক্তির নবুয়্যতের দাবির প্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম যুগের চাহিদা বা প্রয়োজনকে দেখা হয়। এরপর এটিও দেখা হয় যে, সে নবীদের (আবির্ভাবের)

জন্য নির্ধারত সময়ে এসেছে কি না? এছাড়া এটিও প্রণিধান করা হয় যে, খোদা তা'লা তাকে সাহায্য করেছেন কি না? এরপর এটিও দেখতে হয় যে, শত্রুরা যেসব আপত্তি তুলেছে সেসব আপত্তির যথার্থ উত্তর দেওয়া হয়েছে কি না? এই সমস্ত বিষয় যখন পূর্ণ হয়ে যায় তখন মানতে হবে যে, সেই ব্যক্তি সত্য, নতুবা নয়। এখন এটি সুস্পষ্ট যে, যুগ স্বীয় অবস্থার আলোকে ফরিয়াদ করছে যে, এখন ইসলামী মতভেদ দূর করার লক্ষ্যে এবং বহিঃআক্রমণ থেকে ইসলামকে রক্ষার উদ্দেশ্যে আর বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আধ্যাত্মিকতাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিঃসন্দেহে এক ঐশী সংস্কারকের প্রয়োজন, যিনি পুনরায় দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে ঈমানের শিকড়গুলোতে পানি সিঞ্চন করবেন আর এভাবে মন্দ ও পাপ থেকে মুক্ত করে পুণ্য ও সাধুতার প্রতি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। অতএব, একান্ত প্রয়োজনের সময় আমার আগমন এরূপ সুস্পষ্ট যে, আমি ধারণা করতে পারি না যে; চরম বিদ্বেষী ছাড়া অন্য কেউ এটি অস্বীকার করতে পারে। আর দ্বিতীয় শর্ত, অর্থাৎ এটি দেখা যে, নবীদের (আগমনের) জন্য নির্ধারিত সময়ে আগমন হয়েছে কি-না? এই শর্তও আমার আগমনের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। কেননা নবীরা এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, যখন ষষ্ঠ সহস্রাব্দ শেষ হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসবে তখন সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ আবির্ভূত হবেন। অতএব, চান্দ্র (মাসের) হিসেব অনুযায়ী ষষ্ঠ সহস্রাব্দ, যা হযরত আদমের আবির্ভাবের সময় থেকে গণনা করা হয়, দীর্ঘদিন পূর্বেই শেষ হয়ে গেছে আর সৌর (বর্ষের) হিসেব অনুযায়ী ষষ্ঠ সহস্রাব্দ শেষ হওয়ার পথে। (অর্থাৎ, তা-ও হয়ে গেছে)। এছাড়া আমাদের নবী (সা.) একথা বলেছিলেন যে, **'প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে একজন মুজাদ্দিদ আসবেন, যিনি ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন'** আর এখন এই চতুর্দশ শতাব্দীরও একুশ বছর পার হয়ে গেছে। {তিনি (আ.) যখন বলছিলেন, এটি সে সময়ের কথা}এবং বাইশতম বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে। এখন এটি (কি) একথার নিদর্শন নয় যে, সেই মুজাদ্দিদ এসে গেছেন।

অ-আহমদীরা মানুক বা না মানুক, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা গ্রহণ করুক বা না করুক, কিন্তু এটি তো এখন তারা নিজেরাও ডেকে ডেকে বলছে আর সর্বত্র একথা বলা হচ্ছে যে, (এখন) ইসলামে কোনো মাহদী এবং সংস্কারকের প্রয়োজন, যিনি ইসলামের তরির হাল ধরবেন। কিন্তু যিনি আগমনকারী এবং সেসব ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যিনি সময়ের চাহিদা অনুসারে এসেছেন- তাঁকে মানতে তারা প্রস্তুত নয়। একইভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শুধু দাবিই করেননি বরং নিজের সত্যতার সমর্থনে অগণিত নিদর্শনও উপস্থাপন করেছেন। এখানে সেসব (নিদর্শনের সব) উল্লেখ করা সম্ভব নয়, সুতরাং একস্থানে তিনি (আ.) বলেন,

'একটি সুমহান নিদর্শন হলো, আজ থেকে তেইশ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়া (গ্রন্থে) এই এলহাম সংরক্ষিত আছে যে, মানুষ এই জামা'তকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য চেষ্টা করবে আর (এজন্য) সকল ষড়যন্ত্র প্রয়োগ করবে, কিন্তু আমি এই জামা'তকে বর্ধিত করব এবং পরিপূর্ণ করব আর তা একটি সেনাদলে পরিণত হবে। আর কিয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রাধান্য থাকবে এবং আমি তোমার নামকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি দান করব আর দূরদূরান্ত হতে দলে দলে মানুষ আসবে এবং সবদিক থেকে আর্থিক সাহায্য আসবে। গৃহগুলোকে প্রশস্ত করো, কেননা ঊর্ধ্বলোকে এর প্রস্তুতি চলছে। তিনি বলেন, এখন (ভেবে) দেখো! এটি কোন্ যুগের ভবিষ্যদ্বাণী যা আজ পূর্ণ হয়েছে। এগুলো খোদার নিদর্শন যা চক্ষুষ্মানরা দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু যারা অন্ধ তাদের মতে এখনও কোনো নিদর্শন প্রকাশ পায়নি।'

আজও আহমদীয়া জামা'তের উন্নতি এবং প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের এই জামা'তে যোগদান করা, কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া তাঁর (আ.) সত্যতারই প্রমাণ। আজ পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই যেখানে তাঁর (আ.) বাণী পৌঁছেনি, যেখানে তাঁর বাণীর কল্যাণে সদাত্মাদের ইসলামের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়নি এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। বরং কোনো কোনো স্থানে এমন এমন ঘটনা রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মানুষের পথপ্রদর্শন করেছেন এবং তারা জামা'তে যোগদান করেছে। বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও জামা'তের সদস্যদের ঈমানকে আল্লাহ্ তা'লা সুদৃঢ় করেছেন এবং করে যাচ্ছেন। অতএব, আজও আমরা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের যে দৃশ্যাবলী অবলোকন করছি এগুলো একজন আহমদীর জন্য ঈমানের দৃঢ়তার কারণ। এখন আমি (আপনাদের সামনে) কতক মানুষের বিভিন্ন ঘটনা উপস্থাপন করতে চাই।

বাবায়ু ইসলাম বেক সাহেব একজন রাশিয়ান। তিনি কিরগিজস্তান এর অধিবাসী। তিনি বলেন, আমার সম্পর্ক হলো কিরগিজস্তান এর কাশগর কিসলাক এর সাথে। তিনি আরও বলেন, আমার পত্র লেখার কারণ হলো, আমি হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর বয়আত করে প্রকৃত ইসলাম অর্থাৎ (আহমদীয়া) জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ হলো, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) ইসলামের গুণাবলিকে অতি উন্নতভাবে বর্ণনা করেছেন। আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, কেবল ইমাম মাহদীই এভাবে ইসলামের গুণাবলি বর্ণনা করতে পারেন। এরপর তিনি লিখেন, আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে মুত্তাকী বানিয়ে দেন আর বয়আতের দশটি শর্ত পালনকারী করেন।

এ হলো দূরদূরান্তের অঞ্চলে বসবাসকারী এক ব্যক্তির বর্ণনা। আর এটি শুধু এক স্থানের কথা নয়, বরং প্রতিটি দেশেই একই অবস্থা।

কঙ্গোর একটি প্রদেশ হলো মানিমা। সেখানকার একটি স্থান হলো রোদিকা। একজন খ্রিষ্টান বন্ধু হলেন ফিরোজ মাজেক সাহেব। তার কাছে জামা'তের লিফলেট পৌঁছে, যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন এবং আহমদীয়া জামা'তে খিলাফত ব্যবস্থাপনার নিয়ামতের কথা উল্লেখ ছিল। সেটি পড়ে তার অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। তিনি বলেন, আমি তো এই ইসলামেরই সন্ধানে ছিলাম। তিনি বয়আত করে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। অনুরূপভাবে আরেকজন বন্ধু হোসেন সাহেবও জামা'তের লিফলেট পড়ে কেবল বয়আতই করেননি, বরং এরপর তিনি তবলীগ করাও আরম্ভ করেন। আর তার তবলীগেই তখন পর্যন্ত, যখন এই রিপোর্ট এসেছিল, পাঁচজন লোককে তিনি আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। অতএব এভাবে মানুষ কেবল নিজেরাই (জামা'তের) অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না, বরং তবলীগও করছে। আর এটি পুরোনো আহমদীদের জন্যও চিন্তার সময় যে, তাদেরও তবলীগের প্রতি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

এরপর তানজানিয়ার একটি অঞ্চল হলো শিয়াঙ্গা। সেখানকার একটি জামা'ত হলো মোঙ্গালাঙ্গা। এই জামা'তে যখন আহমদীয়াতের সূচনা হয় তখন শুরুতে আহমদীরা গাছের ছায়ায় নামায পড়তো। এরই মাঝে সেখানে এক ব্যক্তি মুহাম্মদ ফুঙ্গুঙ্গা জামা'তের প্রচণ্ড বিরোধিতা আরম্ভ করে আর কতিপয় ব্যক্তির সাথে মিলে এই অপপ্রচার করে যে, এই আহমদীরা তো মুসলমানই নয়। আর আমরা মুসলমানরা খুব শীঘ্র এখানে মসজিদ নির্মাণ করব। উক্ত ব্যক্তি একজন স্বচ্ছল মহিলার কাছ থেকে এই নিশ্চয়তাও গ্রহণ করে যে, সে মসজিদের জন্য অর্থ সরবরাহ করবে। অপরদিকে যখন একজন নিষ্ঠাবান আহমদী রমজান সাহেব নিজ জমি মসজিদের জন্য ওয়াকফ বা দান করেন তখন সেই ব্যক্তি অনেক চেষ্টা করে

যেন কোনোভাবে এই জমিটি অ-আহমদী মুসলমানরা পেয়ে যায়। কিন্তু সেই আহমদী অবিচল থাকেন। এমনকি জামা'তের মসজিদের নির্মাণকাজ আরম্ভ হয় আর তা পূর্ণও হয়ে যায়। এরই মাঝে আহমদীয়া জামা'তের তবলীগ সেই বিরোধী ব্যক্তির ঘরেও পৌঁছে যায়। একদিকে সে বিরোধিতা করছে আর অপরদিকে তার ঘরেও আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছে যায়। আর আল্লাহ্ তা'লা তার স্ত্রী ও সন্তানদের আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন। এখন সে নিজ বিরোধিতায় একা রয়ে গেছে। এখন যদি এই ব্যক্তির জ্ঞান থাকে আর তার ন্যায় আরও বহু লোক রয়েছে, তাহলে তাদের জন্য এই নিদর্শনই যথেষ্ট যে, বিরোধিতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা তার স্ত্রী-সন্তানদের হৃদয়ে প্রকৃত ইসলামের উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন আর তার কোনো জোর খাটেনি। এরূপ ঈমান আর এরূপ পরিবর্তন কি কোনো মানুষ সৃষ্টি করতে পারে? কখনোই না। এটি কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহেই হয়ে থাকে।

এরপর ঈমানের দৃঢ়তা এবং আল্লাহ্ তা'লার সমর্থনের আরেকটি উদাহরণ রয়েছে। আর্জেন্টিনা, সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি এলাকা। আমেরিকার অঞ্চল এটি। একটি ছিল আফ্রিকার, আরেকটি ছিল রাশিয়ার। আর এটি হলো আমেরিকার। সেখানকার একজন নারী হলেন মেরিলা সাহেবা। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি মুসলমানদের ব্যবহারিক অবস্থার কারণে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। অর্থাৎ, তখনও তিনি আহমদী হননি, কেবল ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। উক্ত মহিলার পরিচয় যখন আহমদীয়া জামা'তের সাথে ঘটে আর তিনি আমাদের প্রচারকেন্দ্রে এসে আরবী ও ইসলাম ক্লাসে অংশ নিতে থাকেন, এর কয়েক মাস পর তিনি বয়আত করে জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। তিনি বলেন, বয়আত করে আমি প্রশান্তি লাভ করেছি, কেননা আমি জামা'তের শিক্ষামালা এবং আমল বা কর্মের মাঝে সাদৃশ্য পেয়েছি আর প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ অনুভব করেছি। এখানে প্রত্যেককে, তা সে নবদিক্ষিত হলেও, সেবার সুযোগ দেয়া হয় আর কোনো প্রকার ভেদাভেদ নেই বা পার্থক্য নেই। তার কন্যা, যেকিনা অমুসলিম, সে সুন্নী ইসলামিক সেন্টারে, যা তাদের একটি উচ্চবিদ্যালয় এবং আরবরা যেখানে অর্থ ব্যয় করেছে, সেখানে পড়াশোনা করছিল। স্কুলপ্রশাসন যখন তার মায়ের (আহমদীয়া) জামা'ত গ্রহণের কথা জানতে পারে তখন তার ওপর চাপ প্রয়োগ আরম্ভ করে আর জামা'তের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার করতে থাকে। স্কুলপ্রশাসন যখন জানতে পারে যে, তার কন্যা নিজ স্কুলের প্রজেক্টের অধীনে নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছায় জামা'তের প্রচারকেন্দ্রের জন্য সাজসজ্জার বিশেষ সামগ্রী প্রস্তুত করেছে তখন স্কুলপ্রশাসন খুবই অসন্তুষ্ট হয়। আর সেই মেয়েকে বলে যে, আহমদীয়া জামা'তের সমর্থন করলে তোমার জন্য স্কুলে সমস্যা হবে তাই তুমি এবং তোমার মা জামা'ত ছেড়ে দাও। যখন তার মা একথা জানতে পারেন তখন তিনি তৎক্ষণাৎ বিনা দ্বিধায় নিজেই তার কন্যাকে এই ইসলামী স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেন আর বলেন, এখন আমারও এবং আমার মেয়েরও প্রশান্তি লাভ হয়েছে যে, আমাদেরকে এখন আর কেউ আমাদের ধর্মের কারণে বিরক্ত করবে না। আমি জামা'তকে সত্য মেনে গ্রহণ করেছি। তাই অন্যদের সামনেও আমি আনন্দ এবং গর্বের সাথে এর বহিঃপ্রকাশ করব, যদিওবা তাদের খারাপ লাগে। এটি হলো সেই ঈমান যা তাদের মাঝে সৃষ্টি হচ্ছে।

রাশিয়ার একটি অঞ্চল হলো বুখারা। একজন নিষ্ঠাবান আহমদী রয়েছেন সুন্নত সুলতানো সাহেব। উজবেকিস্তানের বুখারা-র সাথে তার সম্পর্ক আর রাশিয়ায় চাকরি করেন। তিনি বলেন, আমি একা আহমদী আর নিজ স্ত্রী ও সন্তানকে আহমদীয়া ইসলামের শিক্ষার সাথে পরিচিত করাতে থাকি। আমার বাসনা হলো আমার স্ত্রী ও সন্তানও যেন আহমদী হয়ে

যায়। অনেক দোয়া করি যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও আহমদীয়া ইসলামের জ্যোতিতে জ্যোতির্মণ্ডিত করেন। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার স্বপ্নে আসেন আর আমার বুকে মাথা রেখে অনবরত সূরা ইখলাস পাঠ করছেন। যাতে আমি খুবই আত্মিক প্রশান্তি লাভ করি। অনুরূপভাবে আমি স্বপ্নে দেখি, আমি নিজ স্ত্রী ও পুত্রের সাথে জান্নাতে রয়েছি। আর সেখানে আমি হযরত মূসা ও হযরত ঈসাকে-ও দেখেছি। এই স্বপ্নের মাধ্যমে আমি এই প্রশান্তি পেয়েছি যে, জান্নাতের অর্থ হলো আহমদীয়া ইসলাম, যার শিক্ষা জান্নাত সদৃশ। আর আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় আমার স্ত্রী ও সন্তানকেও এই জান্নাতে নিয়ে আসবেন। এই স্বপ্ন দেখার কয়েক দিন অতিবাহিত হতেই আল্লাহ্ তা'লা আমার ১৯ বছর বয়স্ক পুত্র দিয়ার বেগ সুন্নত-এর হৃদয় আহমদীয়া ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন আর সে বয়আত করে। আমার জন্য এটি বড়ই আনন্দের দিন ছিল যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই আমার স্ত্রীর হৃদয়ও উন্মুক্ত করে দিন এবং আহমদীয়া ইসলামের ক্রোড়ে নিয়ে আসুন। এ হলো তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

যুক্তরাজ্যের একজন নব আহমদী মহিলা রয়েছেন। তিনি বলেন, আমি মুসলিম ঘরের সন্তান, কট্টর সুন্নী পরিবারের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল। তিনি বলেন, আমাকে এটিই বলা হয়েছিল যে, সুন্নী ইসলামই প্রকৃত ইসলাম। তিনি বলেন, একদিন আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে জিলিংহামে নাসের মসজিদের আযান শুনলে বাড়ি ফিরে আমি আমার পিতাকে অনেক আনন্দের সাথে জানাই যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটি সুন্দর মসজিদও রয়েছে। এতে আমার পিতা খোঁজ নিয়ে জানতে পারে যে, এটি তো আহমদীদের মসজিদ। তিনি আমাকে কঠোরভাবে বারণ করেন যে, এটি কাদিয়ানীদের মসজিদ আর তারা খতমে নবুয়্যতে বিশ্বাসী নয়, (এগুলো সব মিথ্যা অপবাদ) আর তারা নিজেদের নবী বানিয়ে নিয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই তুমি এই মসজিদ থেকে দূরে থাকবে। তিনি বলেন, আমি প্রথমে তার কথা মেনে নেই, কিন্তু আমার মন মানেনি। আমার মনে হলো, আহমদীদের সম্পর্কে আমার আরও খোঁজ খবর নেওয়া উচিত। কিন্তু অপরদিকে পরিবারের ভয়ও ছিল যে, কোথাও ধরা না পড়ে যাই আর তারা অসন্তুষ্ট না হয়! বিশ্ববিদ্যালয়ে কতক আহমদী ছাত্রের সাথেও সাক্ষাৎ হয়। তাদের সাথে ইসলাম আহমদীয়াত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে থাকে। প্রথমে আমি তাদের কাছে এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করতে থাকি যে, সুন্নী ইসলাম-ই প্রকৃত ইসলাম। কিন্তু এ ধরনের আলোচনার ফলে আহমদীয়াত সম্পর্কে গবেষণা করার আমার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরপর আমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ওয়েব সাইটের ঠিকানা পাই। সেখানেও আমি অনেক ভিডিও দেখার সুযোগ পাই এবং পড়ার জন্য অনেক বইপুস্তক পাই। ইসলাম সম্পর্কে আমার কিছু প্রশ্ন ছিল যেগুলোর সন্তোষজনক উত্তর আমি কোথাও পাচ্ছিলাম না। কিন্তু আমি যখন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বইপুস্তক অধ্যয়ন করি তখন আমি আমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে থাকি। (এখানে আহমদী যুবকদেরও প্রণিধান করা উচিত যে, তারা যদি অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পরিবর্তে সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে তাহলে উত্তরও পাওয়া যাবে। কতিপয় যুবক অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও যায়)। তিনি বলেন, এরপর আমি দোয়া করতে থাকি যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে কোনো নিদর্শন দেখান। [হেদায়েত লাভ করার এবং সঠিক পথ অন্বেষণ করার এটিও অনেক বড় একটি মাধ্যম, তা সে পুরোনো আহমদী হোক অথবা নতুন। আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই দোয়া করা আবশ্যক যে, (হে আল্লাহ!) আমাদের ঈমান যেন সুদৃঢ় থাকে আর আমাদেরকে কোনো নিদর্শন দেখাও এবং আমাদের হেদায়েত দিতে থাকো]। যাহোক

তিনি বলেন, এই সময়ের মাঝে আমি অনেকগুলো স্বপ্ন দেখি। একটি স্বপ্নে আমি দেখি যে, আমি নদীর তীরে রয়েছি আর অপর প্রান্তে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কোনো একটি হলে যাচ্ছেন। আমি নদী পার হয়ে ওপারে যেতে চাচ্ছি, কিন্তু পানির শ্রোত অতি প্রবল। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, আল্লাহ্ নিজ বান্দাকে একাকী পরিত্যাগ করেন না। সাথে সাথে সেই নদী শেষ হয়ে যায় আর আমি অপর প্রান্তে পৌঁছে যাই। অনুরূপভাবে অপর এক স্বপ্নে তিনি [হুযূর বলেন] আমাকেও দেখেন আর এমনভাবে দেখেন যার ফলে তিনি খুবই প্রভাবিত হন। তিনি বলেন, আরও একটি স্বপ্নে আমি আমার দাদীকে দেখেছি। তিনি আমাকে বলছিলেন যে, ইসলামাবাদ যখন যাবে তখন আমাকেও (দোয়ায়) স্মরণ রাখবে। তিনি বলেন, এই সকল স্বপ্ন আমার জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল, তাই আমি বয়আত গ্রহণ করি। অতএব এভাবে হাত ধরে আহমদীয়াতের দিকে নিয়ে আসা এবং হৃদয়ে ঈমানের দৃঢ়তা সৃষ্টি করা- এটি ঐশী সাহায্যের নিদর্শন নয় তো আর কী?

এরপর দেখুন! আফ্রিকার একটি দেশের এক গ্রামে এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য দেয়ার পর কীভাবে তার ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টি করেছেন। বুর্কিনা ফাসো-র ডোরি অঞ্চলের টাকা জামা'তের এক আহমদী যুবক জাবের সাহেব কৃষি ক্ষেতে কাজ করছিলেন। উগ্রপন্থীরা তাকে ধরে ফেলে এবং বলে, যেভাবে গতকাল আমরা মেহদিয়াবাদে আহমদীদেরকে হত্যা করেছি ঠিক সেভাবে তোমাকেও হত্যা করব। এরপর তার মোবাইল ফোন নিয়ে চেক করলে তাতে জামা'তের মুবাল্লেগদের বক্তৃতা পায়। বক্তৃতা শুনে তারা বলে, আমরা এদের সবাইকে খুঁজছি, কেননা এরা রেডিওতে আহমদীয়াতের তবলীগ করে। এরপর তারা সেই আহমদী যুবকের কাছে তার পিতার ঠিকানা জানতে চায় আর বলে, আগামীকাল আমরা তোমাদের গ্রামে আসবো। জাবের সাহেব একথা শুনে ঘরে ফিরেন এবং নিজ পিতা ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ডোরিতে অবস্থিত মুহাম্মদাবাদ, যেখানে জামা'তের সদস্যদের বসতি রয়েছে, সেখানে চলে যান আর ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র ইত্যাদি সবকিছু ছেড়ে চলে আসেন। পরবর্তী দিন উগ্রপন্থীরা তাদের গ্রামে যায় এবং এক ব্যক্তির কাছ থেকে জোর করে তাদের ঘরের ঠিকানা নিয়ে সেখানে পৌঁছে। পুরো ঘর তল্লাশী করে, আসবাবপত্র তুলে বাইরে ফেলে দেয় আর একইসাথে বলতে থাকে, এখানে যারাই আহমদী আছে তাদেরকে আমরা হত্যা করব। যাহোক, তারা পূর্বেই সেখান থেকে চলে এসেছিলেন আর সেখানে জামা'তের ব্যবস্থাপনার অধীনে মুহাম্মদাবাদ-এ অবস্থান করছেন।

বুর্কিনা ফাসো-র শহীদরা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়ে সেখানকার আহমদীদের ঈমানকে দুর্বল করেননি, বরং প্রত্যহ তাদের ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টি হচ্ছে। এখন এই দরিদ্র মানুষরাও তাদের যৎসামান্য আসবাবপত্র যা-ই তাদের ঘরে ছিল, ঘরবাড়ি এবং আয়-উপার্জনের যে সামগ্রী ছিল, যেগুলোর ওপর তারা নির্ভরশীল ছিলেন, সমস্ত কিছু ছেড়ে এসেছেন, কিন্তু নিজ ঈমানকে পরিত্যাগ করেননি। তাদের আহমদীয়াত গ্রহণের কয়েক বছরই মাত্র অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু ঈমানের ক্ষেত্রে তারা উত্তরোত্তর উন্নতি করে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া আর কেউ নয় যিনি এভাবে তাদের ঈমানকে দৃঢ়তা প্রদান করছেন।

একদিকে আমরা আহমদীয়াতের বিরোধিতা সত্ত্বেও ঈমানী দৃঢ়তার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছি আর অপরদিকে এই (দৃশ্যও) প্রচুর দেখা যায় যে, কীভাবে খোদা তা'লা মানুষের হৃদয়কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করার জন্য উন্মুক্ত করছেন। তিনি (আ.) বলেন, এটিই সেই ক্ষণ, অনুসন্ধান করো, তাহলে এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লাও সহায়তা করবেন।

মধ্য আফ্রিকার একটি স্থান হলো ইয়ালোকে। মুয়াল্লেম সাহেব বলেন, আমরা তবলীগের উদ্দেশ্যে সেখানে গেলে প্রায় দেড় শত নারী-পুরুষ সেখানে তবলীগ শুনার জন্য সমবেত হয়। তিনি বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বক্তৃতা করি। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সেখানকার কেন্দ্রীয় ইমাম সামসা উমর সাহেব কথা বলার অনুমতি চান। তিনি তার কথা এই আয়াত দিয়ে শুরু করেন যে, جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا। অতঃপর তিনি বলেন, আপনি যে বার্তা দিয়েছেন (পূর্বে) আমরা কখনো তা শুনিনি আর (এ বিষয়ে) অনুসন্ধানও করিনি। আলহামদুলিল্লাহ, আজ আমাদের গ্রামে সত্যের আগমন হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, "ইমাম মাহদী (আ.) আসলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে মান্য করবে।" আজ আমি এবং আমার চল্লিশ জন সাথী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে প্রবেশ করছি। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই সত্যের ওপর অবিচল থাকার তৌফিক দান করুন। তো এভাবেও মানুষ (জামা'তে) অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা বিরোধীদেরও কীভাবে জামা'তের প্রতি আকৃষ্ট করেন– এরও অগণিত ঘটনা রয়েছে। মালি-র কোলি কোরো অঞ্চলের একটি স্থানের নাম হলো নেমনা। [সেখান থেকে একজন] বলেন, এবছর কোলি কোরো জামা'ত তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক জলসার আয়োজন করে। এর পূর্বে রেডিওতে এর ঘোষণা করা হয়। এই গ্রামটি দূর হওয়ার কারণে কখনো সেখানে রেডিও'র কথা শোনা যায় আবার কখনোবা শোনা যায় না। কিন্তু সেই দিনগুলোতে সেখানে রেডিও'র কথা শোনা গিয়েছে আর তা শুনে এক অ-আহমদী বন্ধু সিদ্দীক জারাহ সাহেব জলসাতে অংশগ্রহণের সংকল্প করেন। তার সাথে তার একজন বন্ধু ছিলেন, যিনি তাকে প্রতিনিয়ত আহমদীয়াতের শিক্ষামালা না শুনতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলতেন, আহমদীয়াতের কথা শুনবে না, তারা কাফের। যাহোক, তার জোরাজুরিতে উভয় বন্ধু জলসায় অংশগ্রহণ করেন। আর বহু কষ্টে আশি কিলোমিটার পথ পাড়ি দেন, সেখানে সড়ক ইত্যাদি খুব একটা নেই। যাহোক, সন্ধান করতে করতে জলসার দুইদিন পূর্বে তারা জলসার স্থানে এসে পৌঁছেন। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব এবং জামা'তের সদস্যরা তাদের আতিথেয়তা করেন। জলসার পূর্বেই তারা আহমদীয়াত সম্পর্কে পরিচিত হন আর জলসার দিনগুলোতে বক্তৃতামালা শুনেন। বাজামা'ত তাহাজ্জুদ আদায় এবং জামা'তের সদস্যদের পারস্পরিক ভালোবাসা ও নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক দেখে তারা অত্যন্ত প্রভাবিত হন। জলসার শেষ দিন যখন তাকে অতিথি হিসেবে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করার জন্য আহ্বান করা হয় তখন তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর আহমদীয়াত গ্রহণের ঘোষণা দেন। এর অনতি পরই তার বন্ধু কিছু কথা বলতে চান। তিনি বলেন, আসলে আমি আমার বন্ধুর মনে কুধারণা সৃষ্টি করতে এসেছিলাম, কিন্তু এখন আমি নিজেই আহমদীয়াতের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছি। এরপর তিনি নিজেও আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

কঙ্গো ব্রাযভিল'ও আফ্রিকার একটি দেশ। (সেখানকার) একজন যুবক হলেন সিরিল সাহেব। যিনি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এফ.এ. সম্পন্ন করেছেন। একটি গ্রামের ক্যাথলিক মিশনারীর কাছ থেকে তিনি খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা অর্জন আরম্ভ করেন। মিশনারীর শিক্ষা সমাপান্তে চার্চের মাধ্যমে তার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার ছিল। এরই মাঝে আমাদের স্থানীয় মুবাল্লেগের সাথে তার যোগাযোগ হয়। তিনি (মুবাল্লেগ) বলেন, তাকে আমরা তবলীগ করা আরম্ভ করি। তিনি দেখলেন যে, আহমদীয়া জামা'তের দলিলসমূহের কোনো উত্তর তার কাছেও নেই, এমনকি তার মিশনারী শিক্ষকের কাছেও নেই। এভাবে তিনি খ্রিষ্টান মিশনারী

হওয়ার পরিবর্তে বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান আর এখন দাঈ ইলাল্লাহ্ হিসেবে আহমদীয়া ইসলামের তবলীগ করছেন।

সেনেগালের তাম্বাকোন্ডা অঞ্চলের একটি এলাকায় তবলীগী প্রোগ্রাম করা হয়। [সেখানকার একজন] বলেন, সেখানে কয়েক বছর পূর্বে এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রী-সন্তানসহ আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু গ্রামবাসীরা বিরোধিতা করছিল। এ বছর গ্রাম্য প্রধান এবং ইমামের সাথে কয়েকবার সাক্ষাৎ করে তবলীগী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আশেপাশের গ্রাম্য প্রধান এবং ইমামদের পাশাপাশি সাধারণ লোকদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। মুয়াল্লেম সাহেবগণ ইসলামের বর্তমান অবস্থা, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রয়োজনীয়তা, অর্থাৎ এযুগে তাঁর প্রয়োজনীয়তা আছে কী, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন এবং ইসলামের উন্নতিতে আহমদীয়া জামা'তের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব হয়। নিকটবর্তী গ্রাম থেকে যারা এসেছিলেন তারা বলেন যে, তারা প্রতিবেশী দেশ গাম্বিয়াতে আহমদীয়াতের নাম শুনেছিলেন, কিন্তু তারা [আহমদীয়াতের] ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি সম্পর্কে জানতেন না। আজকে এই জলসায় জামা'তের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পর বিনাবাক্য ব্যয়ে তারা আহমদীয়াতে প্রবেশের ঘোষণা প্রদান করেন। এরপর গ্রামের ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে আহমদীয়াতের সত্যতার ঘোষণা দেন। তারপর তাদের গ্রাম্য প্রধান স্বীয় পরিবারসহ আহমদীয়াতে প্রবেশের ঘোষণা দিয়ে বলেন, উপস্থিত সকলের মাঝে যদি কারো কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে এখনই এখানে বলে দিক, নতুবা পরবর্তীতে কোনো চালাকি বা অজুহাত চলবে না। এরপর উপস্থিত সকলে নিজ নিজ পরিবারসহ আহমদীয়াতে প্রবেশের ঘোষণা দেয়। তো এভাবেও আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে ধরে ধরে ইসলাম আহমদীয়াতে প্রবেশ করিয়ে থাকেন।

উজবেকিস্তান, যা রাশিয়ান স্টেটগুলোর মধ্য থেকে একটি দেশ, [সেখানকার] একজন নবআহমদী হলেন মুসলেম উদ মনসূর সাহেব। তিনি বলেন, পূর্বে আমি ইমাম আবু হানিফার মতের অনুসারী ছিলাম। একদিন আমার এক বন্ধু আরবী শেখার উদ্দেশ্যে আমাকে এক আহমদী শিক্ষকের কাছে নিয়ে যায়। আমি আরবী শেখার পাশাপাশি আমার শিক্ষকের কাছে ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নও করতে থাকি। আমি এতো ভালো উত্তর পেয়েছি যে, আমার মন তৃপ্তি লাভ করে। {যদি সঠিক উত্তর পেতে হয়, যা মনে ধরার মতো যৌক্তিক উত্তর হবে এবং বাস্তবসম্মতও হবে, তাহলে আহমদীয়া জামা'ত ব্যতীত অন্য কোথাও তা পাওয়া সম্ভব নয়, কেননা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসব উত্তর শিখিয়েছেন এবং এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।} তিনি বলেন, আমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করতাম যে, এসব উত্তরের উৎসমূল কোথায়? মূল উৎস কোথা থেকে পাওয়া যাবে? তখন আমাদের শিক্ষক আমাদেরকে আহমদীয়া জামা'তের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি বলেন, আমার হৃদয় তো পূর্বেই আশ্বস্ত ছিল, অতএব, আমি বয়আত গ্রহণ করে জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকে এই পথে অবিচল রাখেন।

আল্লাহ্ তা'লা মানুষের কাছে কেবল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতাই প্রমাণ করেন না, বরং আহমদীয়া খিলাফত ব্যবস্থাপনার সাথে স্বীয় সাহায্য-সমর্থনের দৃশ্যাবলিও প্রদর্শন করেন এবং স্বপ্নের মাধ্যমে পূর্বেই তাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান করেন।

সেনেগালের তাম্বাকোন্ডা অঞ্চলের মুয়াল্লেম সাহেব তবলীগী সফরে যান। তিনি বলেন, মুয়াল্লেম সাহেবরা তবলীগ করা আরম্ভ করেন আর জামা'তের পরিচয় তুলে ধরেন। তখন এক বন্ধু মুহাম্মদ জিয়ালু সাহেব বলেন, আপনারা কি আহমদীয়া জামা'তের লোক?

মুয়াল্লেম সাহেব একথার উত্তর দিলে জিয়ালু সাহেব বলেন, গতকালই তিনি স্বপ্নে দেখেছেন যে, এক ব্যক্তি তার স্বপ্নে আসে এবং তাকে বলে, ইসলামের সমস্ত ফিরকার মাঝে আহমদীয়া ফিরকাই সত্য ও সঠিক ইসলামের মুখপাত্র, তুমি এতে প্রবেশ করো। আর পরের দিনই আপনারা এসেছেন। সুতরাং এতে কিছু সত্যতা নিশ্চয়ই রয়েছে। মুয়াল্লেম সাহেব মোবাইল থেকে খলীফাগণের ছবি তাকে দেখান, [হুযূর বলেন,] আমার ছবিও তাকে দেখান। আর আমার ছবি দেখে তিনি বলেন যে, এই ব্যক্তিই স্বপ্নে আমার কাছে এসেছিলেন এবং এটিও বলেছিলেন যে, আমি আহমদীয়া জামা'তের খলীফা। এই ঘটনা শুনিয়ে তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় এবং সেখানেই পরিবারসহ অত্যন্ত আবেগের সাথে তিনি আহমদীয়াতে যোগদানের ঘোষণা দেন। এখন তিনি তবলীগও করছেন।

অতঃপর স্বপ্নের মাধ্যমেই আহমদীয়াত গ্রহণের আরেকটি ঘটনা রয়েছে। কঙ্গো কিনশাসা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দেশ। কয়েকশ মাইলের দূরত্ব। সেখানকার একটি জামা'তের প্রেসিডেন্ট বাসেম মুনির সাহেব, যিনি খ্রিষ্টধর্ম থেকে আহমদী হয়েছিলেন, তিনি বলেন, যখন জামা'তের মুবাল্লেগরা এখানে তবলীগের উদ্দেশ্যে আসেন তখন আমি ইসলামকে উগ্রপন্থি ধর্ম মনে করতাম। {অমুসলিমদের ইসলামের ব্যাপারে এটাই তো অপপ্রচার।} কিন্তু যেই ইসলামের কথা আহমদী মুবাল্লেগরা বলতেন সেটি আমার জন্য অদ্ভুত ছিল। আর খ্রিষ্টধর্মের প্রতি আমি এমনিতেই বিরক্ত ছিলাম। এসব কিছু দেখে আমি খুবই চিন্তিত ছিলাম। অতএব, আমি দোয়া করা শুরু করলাম। সেই সময়েই এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম একজন বুযুর্গ এসে বলছেন, এদেরকে পরিত্যাগ করো আর এদিকে চলে এসো। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এটি বুঝান যে, তুমি খ্রিষ্টধর্ম পরিত্যাগ করে আহমদীয়াতের দিকে চলে আসো। অতএব আমি বয়আত করে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই।

আফ্রিকার আরেকটি দেশের নাম চাঁদ। পরবর্তী ঘটনাটি এই স্থানের। আব্দুল্লাহ্ মূসা আরব গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখেন। মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব লিখেন যে, কয়েক মাস পূর্বে আমাদের স্থানীয় মুয়াল্লেম তার সাথে সাক্ষাতের জন্য যান। হিউম্যানিটি ফার্স্টের কাজের জন্য মুয়াল্লেম সাহেব তার এলাকাতেও যান। মুয়াল্লেম সাহেব যখন দ্বিতীয়বার তাদের এলাকায় যান তখন তাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক 'ইসলামী নীতি দর্শন' এর আরবী অনুবাদ পড়ার জন্য দেন। কয়েক সপ্তাহ পর আব্দুল্লাহ্ সাহেব চাঁদের রাজধানীতে আসেন আর মুয়াল্লেম সাহেবের সাথে যোগাযোগ করেন এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর ব্যাপারে প্রশ্ন করেন আর বলেন, আমি ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার ব্যাপারে আমাদের আলেমদের কাছে অনেক প্রশ্ন করেছি, কিন্তু কেউ যথার্থ উত্তর দেয়নি। রাতে মুয়াল্লেম সাহেবের কাছেই তিনি অবস্থান করেন। রাতভর আহমদীয়া জামা'ত এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকেন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করছি যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পথপ্রদর্শন করেন। প্রভাতে ফজরের নামাযের পর কিছুক্ষণের জন্য তিনি শুয়ে পড়েন এবং হঠাৎ জেগে উঠেন। মুয়াল্লেম সাহেবকে বলেন, যখন আমি ঘুমিয়েছিলাম তখন স্বপ্নে আমি এই আওয়াজ শুনতে পাই যে, يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ। মুয়াল্লেম সাহেব যখন এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন যে, এতে তো আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার সত্যতার দলিলও রয়েছে। এতে আব্দুল্লাহ্ সাহেব বলেন, খোদা তা'লা আমাকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন, তিনি আরবী জানতেন। যাহোক এটিও এই আয়াতের একটি অর্থ, ফলে তিনি আহমদী হয়ে যান।

মার্শাল আইল্যান্ড (উত্তর) আমেরিকার একেবারে সীমান্তের একটি দ্বীপ। সেখানকার মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, হারমান লাজের সাহেব একজন কলেজ শিক্ষক ছিলেন। মুবাল্লেগ সাহেব তার সাথে যোগাযোগ করেন, কেননা পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের মার্শাল ভাষায় অনুবাদ করা প্রয়োজন ছিল। [তিনি বলেন,] অনুবাদের জন্য যখন তার কাছে যাই আর তিনি জানতে পারেন যে, এটি পবিত্র কুরআনের আয়াত, তখন তিনি ঘাবড়ে যান। ইসলাম ধর্ম তার জন্য একেবারেই নতুন ছিল। তিনি বলেন, যেকোনো ধর্মীয় বিষয় অনুবাদ করতে আমি ভয় পাই বিশেষত এজন্য যে, বাইবেল ও কুরআনের মাঝে কঠোর মতপার্থক্য রয়েছে। যাহোক তিনি অনুবাদ করে দেন। তিনি বলেন, কয়েক মাস পর আমি তার কাছ থেকে মার্শাল ভাষা শিখতে আরম্ভ করি। তিনি ভাষা শেখানোর জন্য মসজিদে আসতে থাকেন। এরই মাঝে বহুবার ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা হয়। তখন মহানবী (সা.) এর শিক্ষা সম্পর্কে তাকে অবহিত করতাম যার ফলে ভদ্রলোক ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবহিত হন। এরই মাঝে আমি মার্শাল আইল্যান্ডে বসবাসকারীদের এবং সেখানকার মুবাল্লেগকে এই বার্তা পাঠিয়েছিলাম যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক 'আমাদের শিক্ষা'-র মার্শাল ভাষায় অনুবাদ করুন। কেননা নতুন আহমদীদের তরবিয়তের অনেক বেশি প্রয়োজন হয়ে থাকে। তিনি বলেন, আমি পুনরায় লাজের সাহেবের সাথে এই বিষয়ে কথা বলি। আর তিনি সহযোগিতা করতে সম্মত হন। তিনি বলেন, এখন ইসলাম সম্পর্কে তার ধারণা পুরোপুরি পাল্টে গিয়েছিল। এবার তিনি তার চাকরির ব্যাপারে দুশ্চিন্তার উল্লেখ করেন। এতে আমি তাকে বলি যে, দোয়া করুন, কিন্তু ঈসা (আ.)-এর নাম নিয়ে নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করুন। অতএব তিনি দোয়া করতে থাকেন আর কয়েক সপ্তাহ পরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় তার কর্মক্ষেত্রের নতুন একটি বিভাগ খুলে তাকে চাকরি প্রদান করে। অর্থাৎ, তিনি যেখানে আবেদন করেছিলেন তৎক্ষণাৎ তিনি সেখানে চাকরি পেয়ে যান। ভদ্রলোক বলেন, এখন যখন আমি দোয়া করি তখন নিজেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর নাম নিতে বিরত রাখি, আর এর পরিবর্তে খোদা তা'লার কাছে দোয়া করি। কিছুদিন পর তার চাকুরির অনুমোদনও চলে আসে। দোয়া গৃহীত হওয়ার এই নিদর্শন দেখে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহিত্য পাঠ করে লাজের সাহেব বয়আত গ্রহণ করেন। সেইসাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক 'আমাদের শিক্ষা'-র মার্শাল ভাষায় অনুবাদও সম্পন্ন হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে মানুষের হৃদয় ইসলাম এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আকৃষ্ট করছেন। কোথায় খ্রিষ্টানরা পৃথিবীতে তাদের আধিপত্য বিস্তারের কথা বলতো আর কোথায় এখন খ্রিষ্টানরা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে। এত কিছু দেখেও যদি এসব নামসর্বস্ব ধর্মের ঠিকাদারদের দৃষ্টি উন্মোচিত না হয় তাহলে তাদের বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার হাতে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের বার্তাকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য আহমদীয়া জামা'ত দ্বারা যে কাজ নিচ্ছেন সেটি তো ইনশাআল্লাহ্ তা'লা বিস্তৃত, ফলপ্রদ ও সম্প্রসারিত হবে; কেউ নেই যে খোদার এই কাজকে থামাতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক আহমদীর এই বিষয়টিকেও বুঝতে হবে যে, শুধুমাত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবিকে মেনে নেওয়াই যথেষ্ট নয়। বরং আমাদেরকে নিজেদের মাঝে সেসব পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করতে হবে যা আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ হবে। যা মহানবী (সা.) এর সুন্নতের পথে পরিচালিত হওয়ার

ব্যবহারিক চিত্র হবে। আর যখন এমনটি হবে তখনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারীও হব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সামর্থ্যও দান করুন।

ফিলিস্তিনিদের জন্যও দোয়া অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই অত্যাচার থেকে মুক্তি দান করুন যা তাদের প্রতি করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে এখন কয়েকদিনের জন্য যুদ্ধবিরতি দেওয়া হবে যেন জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সাহায্য পাঠানো সম্ভব হয়। কিন্তু এরপর কী হবে? সাহায্য পৌঁছিয়ে পুনরায় তাদেরকে মারা হবে? ইসরাঈল সরকারের অভিপ্রায় খুবই ভয়ংকর মনে হচ্ছে। কেননা তাদের সরকারের একজন বিশেষ উপদেষ্টা দুএকদিন পূর্বে এই ঘোষণা দিয়েছেন যে, এই যুদ্ধ বিরতির পর যদি পুনরায় দ্রুততম সময়ে যুদ্ধ আরম্ভ করা না হয় তাহলে আমি সরকার থেকে বেরিয়ে যাব। অতএব এ হলো তাদের চিন্তাভাবনা। বড় বড় পরাশক্তিগুলো বাহ্যত সহানুভূতির কথা বললেও ন্যায়বিচার করতে চায় না। আর এই বিষয়ে তারা আন্তরিকও নয়। তাদের এই অনুধাবন শক্তিই নেই। তারা ভাবছে এটি সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু তাদের মাঝে যারা বুদ্ধিমান রয়েছে এখন তারাও বলা আরম্ভ করেছে যে, এই যুদ্ধ শুধু এই এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং বাইরেও ছড়িয়ে পড়বে এবং তাদের দেশ পর্যন্তও পৌঁছে যাবে। মুসলিম সরকারগুলো এখন কিছুটা বলা আরম্ভ করেছে। যেমন শুনেছি সৌদি বাদশাহ্ও বলেছেন যে, মুসলমানদের একতাবদ্ধ হয়ে কথা বলা উচিত। অতএব একতাবদ্ধ হতে হবে আর এর জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাদের মাঝে যদি এই চেতনা সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই চেতনাকে বাস্তবায়িত করারও সামর্থ্য দিন। যাহোক দোয়ার প্রতি অনেক মনোযোগ দিন।

নামাযের পর আমি কয়েক জনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথম স্মৃতিচারণ হলো মুরব্বী সিলসিলা আব্দুস সালাম আরেফ সাহেবের। তিনি কয়েকদিন পূর্বে ৫৪ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা তার বড় নানা মোকাররম হাজী হাসান খান সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল, যিনি ১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় খলীফার যুগে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। তার স্ত্রী পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে দুইপুত্র দান করেছেন। উভয়েই কুরআনের হাফেয। একজন মুরব্বী সিলসিলা এবং অপরজনও আমার মনে হয় ওয়াকফে জিন্দেগী।

তার পুত্র মুরব্বী সিলসিলা হাফেয আব্দুল মুনীম বলেন, মরহুম আমাদের অনেক ভালোবাসতেন, খুবই ভালোবাসার সাথে তরবিয়ত করেছেন। আর শুধু নিজ সন্তানদেরই ভালোবাসেননি, বরং নিজের আত্মীয়স্বজনের সাথেও আন্তরিকতাপূর্ণ ও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। অন্যদের সাথেও অনেক ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। এ কারণেই তার মৃত্যুর পর অনেক লোক এসেছে এবং নিজেদের সম্পর্কের কথা বলেছে। তিনি বলেন, আমাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আর খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা এত দৃঢ়ভাবে গ্রথিত করেছেন যে, এখন আমাদের হৃদয় থেকে তা কখনো দূর হতে পারে না। বরং আমাদের এটাও বলেছেন যে, নিজ সন্তানদেরও এই উপদেশ দিতে থাকবে। {হ্যাঁ, দুই ভাই-ই ওয়াকফে জিন্দেগী, দ্বিতীয় ভাইও ওয়াকফ করেছেন।} মায়ের মৃত্যু হলে ধৈর্যের অনেক উপদেশ দিয়েছেন, নিজেও অনেক ধৈর্য ধারণ করেছেন। তার এক বন্ধু মুরব্বী সিলসিলা রাজা মোবারক সাহেব বলেন, আমি তার সহপাঠী ছিলাম আর জামেয়াতেও এবং কর্মক্ষেত্রেও অধিকাংশ সময় তার সাথে কেটেছে। একজন ফিরিশতা সুলভ বৈশিষ্ট্যের মানুষ

ছিলেন। ইবাদতেও উচ্চমানের এবং বুযুর্গীতেও উচ্চমার্গের ছিলেন। আমি তার কাছ থেকে অনেক বিষয় শিখেছি। খুবই উন্নত মানের ভাষা ব্যবহার করতেন। যুক্তি দিয়ে কথা বলতেন, কখনো কারো সাথে ঝগড়া করতেন না। লোকেরা তার সাথে ঝগড়া করত, অন্যায়ও করত; কিন্তু তিনি সর্বদা হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতেন। কখনো কাউকে অপমান ও লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করেননি। উত্তমভাবে সবার খেয়াল রাখতেন। আর এটিই একজন প্রকৃত মুরব্বীর বৈশিষ্ট্য। তিনি আরও বলেন, যেখানেই তিনি ছিলেন শত শত মানুষের হৃদয়ে খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা পূর্ণরূপে গ্রথিত করেছেন। এত গভীরে গিয়ে তিনি তরবিয়ত করেছেন যে, তার মৃত্যুতে যেখানেই তিনি ছিলেন (সেখান থেকে) লোকেরা এসেছে এবং মুরব্বী সাহেবের কথা বলে চিৎকার করে কান্না করেছে যে, আমাদের জামা'ত এতীম হয়ে গেছে।

নিজে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে সফর করতেন। পাঁচ-দশ কিলোমিটার সফর পায়ে হেঁটেই করতেন। আর যখন তাকে বলা হতো জামা'ত তো সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে, রিকশা ইত্যাদির ভাড়া নিতে পারেন, তখন তিনি বলতেন আমি যদি জামা'তের অর্থ সাশ্রয় করি তাহলে তোমাদের কী সমস্যা! পায়ে হেঁটে সফর করতেন এবং মাইলের পর মাইল সফর করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন আর এমন বিশ্বস্ত ও পরিশ্রমী মুরব্বী জামা'তকে সর্বদা দান করতে থাকুন। আর তার সন্তানদেরকেও তার পূণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সামর্থ্য দিন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ মুহাম্মদ কাসেম খান সাহেবের যিনি সম্প্রতি কানাডায় ছিলেন। তিনি বায়তুল মালের ব্যয়খাতের প্রাক্তন নায়েব নাযের ছিলেন এবং অবসর গ্রহণ করেছিলেন। ৮৩ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ। তিনি নযর আহমদ খান সাহেবের ছেলে এবং কাযী মুহাম্মদ নযীর লায়েলপুরী সাহেবের জামাতা ছিলেন। তার ছেলে মুহাম্মদ খালেদ খান বলেন, তিনি চার খিলাফতের যুগ দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তৃতীয় খিলাফতের পুরো সময়কালে তিনি প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। মুজাহিদ ফোর্সে ক্যাপ্টেন হিসেবে দেশ ও জামা'তের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। যুদ্ধের সময় ফুরকান বাহিনী গঠন করা হয়েছিল, সেখানেও তিনি ছিলেন। পাঁচবেলার নামায ও নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতের বিষয়ে অনেক বেশি সতর্ক ছিলেন। সন্তানদেরও এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করতেন। সরলতা এবং বিশ্বস্ততার উন্নত দৃষ্টান্ত ছিলেন। সন্তানদেরও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার নসীহত করে গেছেন। খিলাফতের জন্য এক উন্মুক্ত তরবারি ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরকে তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দিন।

আরেকটি স্মৃতিচারণ আমাদের জামা'তের বিখ্যাত কবি আব্দুল করীম কুদসী সাহেবের, যিনি কিছুদিন পূর্বে মৃত্যু বরণ করেছেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ। মরহুমের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা তার পিতা মিয়াঁ আল্লাহ্ দিত্তা সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল যিনি ১৯৩৪ সালে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। অতঃপর আহমদী হবার পর সারাজীবন ওয়াকেফে জিন্দেগীর মতো কাটিয়েছেন। সর্বদা তবলীগ অব্যাহত রেখেছেন। অনেক পরিবারকে আহমদী বানিয়েছেন এবং সারাজীবন ওয়াকফের প্রেরণা নিয়ে জামা'তের সেবা করেছেন।

তার স্ত্রী হলেন বুশরা করীম সাহেবা, যার বিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) পড়িয়েছিলেন। তাদের চার সন্তান রয়েছে এবং এক ছেলে আব্দুল কবীর কমর

সাহেব মুরব্বী সিলসিলা, যিনি বর্তমানে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার শিক্ষক। কুদসী সাহেব নিজেও জামা'তের সেবা করেছেন। ৩০ বছর লাহোর জেলার রাচনা টাউন জামা'তের সেক্রেটারী মাল ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছেন। তিনি পদ্য রচনায় দক্ষ ছিলেন। পঙ্‌ক্তি রচনা করতেন, সংকলনও রয়েছে। তার অনেক কবিতা সমগ্র ছাপা-ও হয়েছে। তার একটি অসাধারণ কাজ হলো, 'ইয়া আইনা ফাইযিল্লাহি ওয়াল ইরফানী' কাসীদার উর্দূ এবং পাঞ্জাবী ভাষায় সাবলীল অনুবাদ। এছাড়া দুররে সামীনের ৩১৩টি পঙ্‌ক্তি তিনি পাঞ্জাবী ভাষায় অনুবাদও করেছেন।

তিনি বলেন, একসময় তার মাথায় এ ভূত চাপে যে, জামা'ত থেকে স্বাধীন হতে হবে। তিনি নিজেই লিখেন যে, ১৯৬৮ সালে চাকরিসূত্রে নিজ গ্রাম কিরতোপিন্ডোরী থেকে লাহোরে আসেন এবং এখানে আসার পর পার্থিব চিন্তাভাবনা মাথায় ভর করে। নামায পড়তে কখনো মসজিদে যেতেন আবার কখনো যেতেন না, কেননা মসজিদ দূরে ছিল। জুমুআর নামাযও কখনো পড়তেন, আবার কখনো পড়তেন না। তিনি বলেন, একবার জুমুআর সময় এক বন্ধুর বাসায় দাওয়াত ছিল। পাশেই অ-আহমদীদের মসজিদ ছিল। তিনি সেখানেই জুমুআ পড়তে চলে যান। মৌলবিদের যে অবস্থা তিনি বর্ণনা করেন আজও সেই একই অবস্থা বিদ্যমান। তো মৌলবি সাহেব অর্ধেক খুতবা সেজান-এর বিরুদ্ধে প্রদান করেন। সেজান আহমদীদের একটি পানীয় যা আহমদীদের কারখানায় প্রস্তুত হয়। যাহোক, তিনি বলেন, অন্যান্য কথার পাশাপাশি মৌলবি সাহেব এটিও বলে যে, তারা এতে রাবওয়ার মাটিও মিশিয়ে থাকে, অর্থাৎ রাবওয়ার মাটি সেজান-এ মিশিয়ে থাকে, তাই এটি পান করা মোটেই উচিত নয়। তিনি বলেন, আমি তার খুতবা যদিও শুনেছি কিন্তু নামায না পড়েই সেখান থেকে চলে আসি। তার বন্ধু বলে, কী হয়েছে? আমি বললাম, তুমি মৌলবির বাজে কথা শোনো নি? সে বলে, বাদ দাও, এসব কথা তো তারা বলতেই থাকে। যাহোক, খাবার খাই। তিনি বলেন, খাবার পর যখন বাইরে বের হই তখন দেখি, মৌলবি সাহেব একটি দোকানে দাঁড়িয়ে সেজান পান করছেন। তিনি বলেন, থাকতে না পেরে আমি মৌলবি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি তো এখনই সেজানের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে আসলেন অথচ এখন নিজেই তা পান করছেন। সে বলে, ডাক্তার আমাকে স্যাকারিন মিশ্রিত কোনো পানীয় পান করতে নিষেধ করেছে আর সেজান পান করতে বলেছে, কেননা এটি খাঁটি হয়ে থাকে। তাই আমি এটিকে ঔষধ মনে করে পান করি। তারপর আমি বললাম, রাবওয়ার মাটি মিশানোর কথার কী হবে? তখন অট্টহাসি দিয়ে মৌলবি সাহেব বলে, এমন চটকদার কথা না বললে আমাদের ব্যবসা কীভাবে চলবে? আমাদের বিরুদ্ধে আপত্তি করা হয় যে, আমরা ব্যবসা সাজিয়েছি অথছ নিজেরাই ব্যবসা খুলে বসেছে। যাহোক, উনার এ ধরনের অনেক ঘটনা রয়েছে। খিলাফতের সাথে তার প্রগাঢ় সম্পর্ক ছিল। অতঃপর নিজের সন্তানাদি এবং নিজের বংশধরের মাঝেও এ সম্পর্ককে বিস্তৃত করার চেষ্টা করেছেন। আর আমি যেমনটি বলেছি, তিনি জামা'তের বিখ্যাত কবি ছিলেন এবং এটিকেই অনেক সম্মানের কারণ মনে করতেন। জামা'তী কবিতার আসরে তিনি আবৃত্তিও করতেন এবং জামা'ত বিষয়ক অগণিত কবিতা লেখারও তিনি সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো মিয়া রফিক আহমদ গোন্দল সাহেবের। তিনিও কিছুদিন পূর্বে ৮১ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি

ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তার পরিবারে তার দাদা কোটমোমেননিবাসী হযরত মিয়া খোদা বখশ গোন্দল সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের সূচনা হয়। তিনি তার বংশে একাই আহমদী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে যখন প্লেগের আবির্ভাব ঘটে তখন তার গায়েও প্লেগের গুটি দেখা দেয়। এখন যেহেতু নিদর্শনাবলির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, তো তার এ ঘটনাটিও একটি নিদর্শন। তিনি এর চিকিৎসা করাতে ভেরা যেতেন। ভেরায় থাকাকালীন তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ উদ্ধৃতি পড়েন যে, আমার চারদেয়ালের অন্তর্ভুক্ত যে হবে তাকে রক্ষা করা হবে। তিনি বাড়ি ফিরে আসেন এবং বলেন, আমি কাদিয়ান যাচ্ছি। তিনি যখন কাদিয়ানে পৌঁছেন তখন সেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মসজিদে মোবারকে বসা ছিলেন এবং কিছু লিখছিলেন। তিনি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন কিন্তু হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ব্যস্ততার কারণে কিছু বলতে পারেননি। যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন অবসর হন তখন তিনি তাঁর কাছে অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিজের পরিচয় দেন এবং বলেন যে, আমি আপনার প্লেগ থেকে সুরক্ষিত থাকার কথা অর্থাৎ এই ঘরের চারদেয়ালের মধ্যে যে প্রবেশ করবে সে প্লেগ থেকে সুরক্ষিত থাকবে– এটি শুনে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। যাহোক, সেখানে কথাবার্তা হয়, তিনি বয়আত করেন এবং বয়আত করার পর তার গুটিগুলোও সেরে যায়। এ বিষয়টিকেও তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার একটি নিদর্শন মনে করতেন এবং [অন্যদের] শোনাতেন। স্বয়ং মিয়া রফিক গোন্দল সাহেব এবং তার ছেলেকে একবার লাহোরে ছাত্ররা আটক করে ভীষণ মারধর করে। ছেলেরা যখন তার ছেলেকে মারছিল তখন তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে তিনি নিজেও আহত হন, তার হাতও ভেঙে যায়। যাহোক তিনি জামা'তের জন্য মারও খেয়েছেন। তিনি মালেক উমর আলী খোখর সাহেবের জামাতা ছিলেন আর মালেক উমর আলী সাহেবের প্রথম স্ত্রী ছিলেন হযরত মীর ইসহাক সাহেবের কন্যা। ফলে তার স্ত্রী হযরত মীর ইসহাক সাহেবের দৌহিত্রী ছিলেন। তার সন্তানদের মাঝে এক ছেলে এবং দুই মেয়ে রয়েছে। এক ছেলে এবং এক মেয়ে আমেরিকায় থাকে। তার এক মেয়ে রিফআত সুলতানা ডাক্তার মাশহুদ আহমদের স্ত্রী, যিনি রাবওয়ার ফযলে উমর হাসপাতালে কর্মরত আছেন।

তার স্ত্রী লিখেন, তিনি নামায এবং তাহাজ্জুদে নিয়মিত ছিলেন। দরিদ্রদের অনেক খেয়াল রাখতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরও তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সামর্থ্য দিন।

সর্বশেষ স্মৃতিচারণ আমেরিকানিবাসী শ্রদ্ধেয়া নাসীমা লাইক সাহেবার। তিনি মডেল টাউন লাহোরের শহীদ সৈয়দ লাইক আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনিও মৃত্যু বরণ করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ। তিনি হিন্দুস্তানের ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আবুল হাসান সাহেব আহমদী ছিলেন না। তার মা আমাতুল বারা সাহেবা নিজে বয়আত করেন এবং আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হন। এই একটি আমল সে যুগে ছিল যে, স্ত্রীরা যদি বয়আত করত তবে কতক স্বামী এমন ভদ্র ছিল যারা তাদের স্ত্রীদের জোর করত না যে, কেন আহমদী হয়েছো? যাহোক, মা আহমদী হয়েছিলেন এবং মায়ের দৃঢ় ঈমান ও খিলাফতের সাথে গভীর সম্পর্কের কারণে মেয়েদের বিয়েও তিনি আহমদী পরিবারে দিয়েছেন। আর সব বোনেরাই আহমদী।

তার মেয়ে হুমায়রা সাহেবা আমেরিকায় থাকেন। তিনি বলেন, মরহুম জামা'ত এবং খিলাফতের সাথে পরিপূর্ণরূপে সম্পৃক্ত ছিলেন। নিজের জীবন ধর্মসেবায় উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। জামা'তের সত্যিকার ভালোবাসার প্রেরণা ও মানবতার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। তার হৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল, বিশেষত অভাবীদের জন্য এবং নিজের চারপাশে বিদ্যমান মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন।

তার এক মেয়ে নুযহাত সাহেবা এখানে যুক্তরাজ্যের ওয়ালসল-এ বসবাস করেন। তিনি বলেন, পরম নিষ্ঠাবতী, খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত, জামা'তের নেযামের প্রতি অনুগত ছিলেন। অত্যন্ত নির্ভিক ও সত্যভাষী নারী ছিলেন আর কখনো তা থেকে পিছপা হতেন না। অপসংস্কৃতি এবং বিদআতকে ভীষণ অপছন্দ করতেন আর নিজ সন্তানদেরও সর্বদা এ বিষয়ে নসীহত করতেন যে, একজন আহমদী মুসলমানের সকল প্রকার বৃথা বিষয়াদি পরিহার করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন। উত্তরসূরি হিসেবে চার পুত্র এবং চার কন্যা রয়েছে। তার এক ছেলে আমেরিকায় ডাক্তার। তিনি আমাদের সফরকালে সাথে থাকেন, অত্যন্ত সেবা প্রদানকারী। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন আর তার সন্তানদেরও তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সামর্থ্য দিন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)